রাজকাহিনী

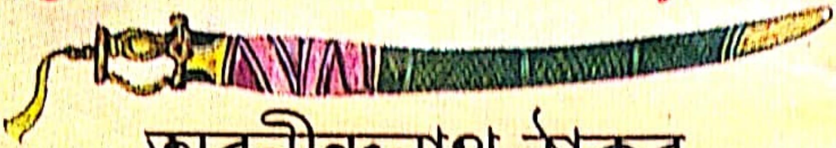

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Scanned with CamScanner

রাজকাহিনী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। টডের রাজপুত কাহিনি অবলম্বনে মধ্যযুগীয় রাজপুত রাজাদের বীরত্ব, ত্যাগ ও মহিমার এমন রূপনির্মাণ শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন আন্তর্জাতিক সাহিত্যেও দুর্লভ। রাজপুত চিত্রকলার সঙ্গে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় উনিশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে। যখন তিনি কচ ও দেবযানী, রাধাকৃষ্ণের ছবি বা মোগল চিত্রাবলী আঁকছিলেন, তখনই *রাজকাহিনীর* রচনা। টডের ইতিহাস অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা হলেও সে আকরকে ব্যবহার করে তিনি সৃজন করেছেন শব্দ-ছবির এমন এক ভিন্ন রূপ জগৎ, শৌর্য, বীর্য, আত্মোৎসর্গ এবং দেশপ্রেমের মহিমায় যা প্রোজ্জ্বল। অবনীন্দ্রনাথের সংগীতময় অসামান্য স্পন্দিত গদ্য *রাজকাহিনীর* কাহিনিগুলিকে দান করেছে এক অনন্য বিশিষ্টতা। কল্পনায় তিনি পূরণ করেছেন বাস্তবের সংগত অনেক দাবি। ভাষার ঐশ্বর্য সেই কল্পনালীলার সঙ্গে মিলিয়েছেন তাল। সর্বোপরি, পাঠকের অখণ্ড মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়ক হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় রচনাকৌশল যা একইসঙ্গে কুশলী ও চিত্তগ্রাহী। সবমিলিয়ে, *রাজকাহিনী* আজও বাঙালি পাঠকের কাছে সেরা কিশোর ক্লাসিক।

Scanned with CamScanner

শিলাদিত্য

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১/ সুভাগা কে ?

গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা সুভাগা, বিয়ের রাতে বিধবা হয়ে বল্লভীপুরে সূর্যমন্দিরে বৃদ্ধ পুরোহিতের আশ্রিতা হন।

২/ শিলাদিত্য গল্পে বৃদ্ধ পুরোহিত কতবছর ব্যাপী কিসের পুজো করেছেন ?

বল্লভীপুরে সূর্যদেবের মন্দিরে বৃদ্ধ পুরোহিত ৮০ বছর ব্যাপী সূর্যদেবের আরাধনা করেছেন।

৩/ শিলাদিত্য গল্পে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল ?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুরোহিত সূর্যমন্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যে মন্ত্রের গুনে সূর্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন, যে মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দ্বিতীয়বার উচ্চারন করলে মৃত্যু অনিবার্য। ব্রাহ্মণ ~~বিধবা কন্যা সুভা~~ সুভাগাকে সূর্যমন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন, এই সূর্যমন্ত্র উচ্চারনে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

৪/ সুভাগা সূর্যদেবের কাছে ~~কি~~ কী বর প্রার্থনা করেছিলেন ?

সূর্যমন্ত্রের উচ্চারনে সূর্যদেব উপস্থিত হলে প্রথমে সুভাগা এই একাকীত্বের জ্বালা-যন্ত্রনা থেকে মুক্তির আশায় মৃত্যু কামনা

কামনা করেছিল। পরে সূর্যদেবের মত তেজস্বী পুত্র ও চাঁদের কন্যার মত সুন্দরী কন্যা সন্তানের প্রার্থনা করেছিল।

৫/ গায়েব গায়েবী কে ?

সূর্যদেবের বরপ্রাপ্ত সুভাগার পুত্র ও কন্যা সন্তান।

৬/ সুভাগার কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল ?

গায়েবের নিজের পিতৃপরিচয় জানার জন্য সুভাগাকে ব্যাকুল করে তুললে সুভাগা তার প্রমান দিতে নিজের প্রানের বলিদান করেন, সূর্যমন্ত্রের উচ্চারনে স্বয়ং সূর্যদেব উপস্থিত হন, যে সূর্যমন্ত্র জীবনে দ্বিতীয়বার উচ্চারন করা যায়না। সূর্যের প্রচন্ড তেজে সুভাগার শরীর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

৭/ টীকা লেখো :- আদিত্যশিলা , সপ্তাশ্বরথ।

আদিত্যশীলা : গায়েবের পিতৃপরিচয় প্রমানস্বরূপ জানানোর জন্যে গায়েবের মা সুভাগা সূর্যমন্ত্র উচ্চারন করেন, এবং তার প্রান যায়, স্বয়ং সূর্যদেব উপস্থিত হন। গায়েব মা হারানোর ক্রোধে সূর্যমূর্তি আঁকা পাথর কুড়িয়ে সূর্যদেবকে ছুঁড়ে মারলে যমরাজের মহিষের মাথার মতো সেই কালো পাথর সূর্যদেবের মুকুটে লেগে জলন্ত কয়লার মতো একদিকে ঠিকরে পড়েছিল, এই পাথরটি হল আদিত্য শীলা। এই পাথর যার উপর ফেলা হবে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

Scanned with CamScanner

সপ্তাশ্বরথ : এক আশ্চর্য রথ, বল্লভীপুরের সূর্যকুণ্ড থেকে উঠে আসা সাতটি ঘোড়ার পিঠে সূর্যের রথ। এই রথ সূর্যদেবের দান। সপ্তাশ্বরথে চড়ে আদিত্যশিলা হাতে গায়ের ওরফে শিলাদিত্য পৃথিবী জয় করে।

৮. শিলাদিত্যের স্ত্রীর নাম কি? তিনি কোন দেশের রাজকন্যা?

শিলাদিত্যের স্ত্রীর নাম পুষ্পবতী। তিনি চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা।

৯. শিলাদিত্যের মৃত্যু হয়েছিল কিভাবে?

এক বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে, যিনি সপ্তাশ্বরথের ঘটনা জানতেন, সামান্য পয়সার লোভে গো-রক্তে পবিত্র কুন্ড অপবিত্র করার ফলে শতবার ডাকার পরেও পবিত্রকুন্ড থেকে আর সেই রথ উঠে আসেনি ফলে সম্মুখ যুদ্ধে শিলাদিত্যের মৃত্যু হয়।

১০. পারদ কে?

সিন্ধুপারের শ্যামনগরের এক অসভ্য যবন ~~দলের~~ দল। যার হাতে শিলাদিত্যের প্রান যায়।

১১. শিলাদিত্য গল্পের ~~প্র~~ সূচনায় যে রাজার প্রসঙ্গ আছে তার নাম কি?

বল্লভীপুরের রাজা কনকসেনের বংশের শেষ রাজা।

Scanned with CamScanner

২।"সূর্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।"
ক)কার লেখা ও কোন্ গল্পের অন্তর্গত?
খ)এখানে ভক্ত কে?তাঁর মনোবাঞ্ছা কী ছিল?
গ)সূর্যদেব কীভাবে তা পূরণ করলেন?১+২+২
উত্তরঃক)আলোচ্য অংশটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "রাজকাহিনী"গ্রন্থের "শিলাদিত্য".গল্পের অন্তর্গত।
খ)এখানে ভক্ত বলতে বল্লভীপুরের সূর্যমন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতকে বোঝানো হয়েছে।
তাঁর মনের ইচ্ছা ছিল,এমন একটি সঙ্গীর,যার হাতে এই বৃদ্ধ বয়সে পূজার্চনার সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।
গ)একদিন পৌষমাসের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ পুরোহিত সূর্যমন্দিরে সূর্যদেবতার পূজাশেষে মন্দিরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখতে পান অনাথা,বিধবা, ছিন্নবাস,অপূর্ব সুন্দরী ও সুলক্ষণাযুক্ত একটি বালিকা আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করছে।বালিকাটির কাছ থেকে পুরোহিত জানতে পারলেন,বালিকাটি গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র সন্তান ---নাম সুভাগা।বিয়ের রাতে স্বামী মারা যাওয়ায় সবাই তাকে দুর্ভাগী,অপয়া,অলক্ষী বলে দেশের বাইরে বার করে দিয়েছে।মা-বাবাও মারা গিয়েছে।পুরোহিত এই অসহায়া ও অনাথা মেয়েটিকে আশ্রয় দেবেন কি , দেবেন না ভাবছিলেন ঠিক সেই সময় অন্ধকার ভেদ করে পশ্চিম দিক থেকে একবিন্দু সূর্যের আলো দুঃখিনী বালিকার মুখের উপর এসে পড়ে।
সাথে-সাথে পুরোহিত সূর্যদেবের নির্দেশ বুঝতে পেরে সুভাগাকে সেই মন্দিরে আশ্রয় দেন।এভাবেই সূর্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

গোহ

১। চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যাওয়ার পথের বিবরণ দাও।

চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকান্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয়। মালিয়া পাহাড়ের নীচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা, তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতো বালি ভেঙে উট চড়ে বল্লভীপুরে যেতে হয়।

২. "তাঁর বুকের ভিতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মতো ধূ-ধূ করতে লাগল" — কার কথা বলা হয়েছে? তার এমন অবস্থার কারন কী?

আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে 'গোহ' গল্প থেকে। এখানে চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা শিলাদিত্যের স্ত্রী পুষ্পবতীর কথা বলা হয়েছে। চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুরে ফেরার সময় মরুভূমির পথে চলতে চলতে রাজা শিলাদিত্যের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরে পুষ্পবতীর এমন অবস্থা হয়েছিল।

৩। গোহ কে?

শিলাদিত্য- পুষ্পবতীর একমাত্র সন্তান হল গোহ। মরুপারে এক অন্ধকার গুহায় রাজপুত্র গোহের জন্ম হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

৪/ পুষ্পবতী গোহকে কার হাতে সঁপে দিয়ে মারা যান ?

পুষ্পবতী বীরনগরের তার প্রিয়সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে গোহকে সঁপে দিয়ে প্রান ত্যাগ করেন। চিতার আগুনে প্রান ত্যাগ করেন। কমলাবতী রাজপুত্র গোহকে নিয়ে বীরনগরে বাস নেন।

৫/ মান্ডলিক কে ?

মালিয়া পাহাড়ের উপর যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিন চড়ে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন সেখানে ভীলদের রাজা বসবাস করতেন। তিনি বাঘের মতো ~~জোর~~ জোয়াল, সিংহের মতো তেজস্বী, সরল, সত্যবাদী।

৬/ "আমাদের রাজা এসেছে রে! রাজা এসেছে রে!"

এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? কে বা কারা এমন কথা বলেছে ?

এখানে রাজপুত্র গোহের কথা বলা হয়েছে। গোহ ভীলবালকদের সঙ্গে ভীলরাজত্বে উপস্থিত হলে হাজার-হাজার ভীলবালক ঘোড়ায় চড়া গোহকে দেখে এই ধ্বনি তোলে।

Scanned with CamScanner

৯. "ঠান্ডা হব যেদিন তোরে আগুনে পোড়াব"। - কে কাকে কেন এমন কথা বলেছে ?

আলোচ্য অংশটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনি' গল্পগ্রন্থের 'গোহ' নামক গল্প থেকে সংকলিত। ভীলরাজ মান্ডলিকের ছোট ভাই এ কথা ভীলরাজ মান্ডলিককে বলেছে।

ভীলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক পরে গোহ যুবরাজ হয়ে অভিষিক্ত হন, কিন্তু ভীলরাজ মান্ডলিকের ছোট ভাই যুবরাজপদের উত্তরসূরী, তিনি যখন হিমালয় পর্বত ছেড়ে ভীলরাজ্যে ফিরে দেখেন রাজপুত গোহকে তার স্থানে দেওয়া হয়েছে তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে এ কথা বলেন।

১০. "দূর হ, আজ হতে তুই আমার শত্রু হলি"

কে কাকে শত্রু বলেছেন ও কেন ?

আলোচ্য অংশটি 'গোহ' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

ভীলরাজা মান্ডলিক তাঁর ভাইকে নিজের শত্রু বলেছেন। হিমালয় পর্বত থেকে ফিরে তাঁর ছোটভাই তার যুবরাজ পদের অধিকার নিয়ে বিরোধিতা করলে, ভীলরাজা মান্ডলিকের বিরোধিতা করার ফলে তিনি তাঁর ভাইকে নিজের শত্রু বলেছেন।

Scanned with CamScanner

২২. "ভীলরাজের মনে হল যেন পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই"। ভীলরাজের এমন মনে হওয়ার কারন কি?

ভীলরাজ মান্ডলিক রাজপুত্র গোহকে ভীলযুবরাজ ঘোষনা করার পরে হিমালয় থেকে তার ছোটভাই ফিরে এলে সে তার যুবরাজ পদের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন করে বিরোধিতা করলে ভীলরাজ মান্ডলিক তাঁকে শত্রু চিহ্নিত করেন। এবং গোহের শত্রু মান্ডলিকের আপন ভাইকে হত্যা করার জন্য গোহের ছুরি নিয়ে তাকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। মান্ডলিক তাঁর ভায়ের কাছে এসে সমস্ত শত্রুতা ও ভুলে যান এবং ভালোবাসা জেগে ওঠে, কিন্তু ভীলরাজের ভাইকে মৃত অবস্থায় পান। তখন সমস্ত রাগ বর্ষিত হয় যুবরাজ গোহের প্রতি। পথে চলতে চলতে প্রজার ~~বলাবলি করতে থাকে~~ গোহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অর্থাৎ মান্ডলিকের মনে হয় এই রাজপুত্র গোহ যেন সমস্ত ভীলরাজ্যের প্রধান হয়ে ~~উঠে~~ উঠতে শুরু করেছে। তার নিজের বলে আর কিছু নেই। একদিকে নিজের ভাইকে হারানোর যন্ত্রনা অপরদিকে গোহের এমন জনপ্রিয়তা তাকে একাকীত্বের অনুভব ~~দিয়েছে~~। আচ্ছাদন করিয়েছে। যতই হোক নিজের আপন, নিজের রক্তের ~~ভ~~ সম্পর্কের প্রতি একটা টান তো থেকেই যায়।

১২. "ধন্য গোহ! ধন্য তার ভালোবাসা!"

বক্তা কে? এমন বক্তব্যের কারন কি?

আলোচ্য অংশের বক্তা হলেন ভীলরাজ মান্ডলিক।
একদিকে ~~মৃত~~ ভায়ের মৃত্যুশোক ও নিজের একাকীত্ব নিয়ে মান্ডলিক যখন ফিরে আসছিলেন তখন একজনের মুখে গোহের ভক্তি ও মান্ডলিকের প্রতি তার শ্রদ্ধার ~~প্রেমের~~ কথা শুনে গোহের প্রতি তার হারান ভালোবাসা জাগ্রত হয়। মান্ডলিকের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুবরাজ হয়ে মান্ডলিকের পদতলে অবস্থান করবেন। এমন শ্রদ্ধা দেখে মান্ডলিক এমন কথা বলেন।

১৩. বুড়ো মান্ডলিকের কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল?

ভীলরাজ মান্ডলিক ভায়ের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হয়ে যখন ফিরছিলেন "ভাই রে!" বলে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে যান, এবং পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি শিকারী কুকুরের দাঁতের মতো ভীলরাজের বুকে সজোরে বিঁধে যায়, এবং প্রানহারান মান্ডলিক।

১৪. গোহ কোন বংশের রাজা ছিলেন?

গোহ সূর্যবংশের রাজপুত্র। ভীলরাজ মান্ডলিকের মৃত্যুর পরে গোহ ভীলরাজের সিংহাসনে বসে রাজত্ব করেন।

Scanned with CamScanner

বাপাদিত্য

১. নাগাদিত্য কে ?

বাপাদিত্যের পিতা। তিনি ছিলেন অত্যাচারী। গরীব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, খেত উজাড় করে দিতেন। ভীলদের একমাত্র আমোদ বনে বনে পশু শিকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

২. নাগাদিত্যের রাজ্যের নাম কি ? তাঁর সন্তানের নাম কি ?

নাগাদিত্যের রাজ্য ইদরপুর। তাঁর সন্তান বাপাদিত্য।

৩. মৃত্যুর আগে নাগাদিত্যের মহিষী বাপ্পাদিত্যকে কার হাতে দিয়ে যান ?

কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে গোহের বংশের গিহ্লোট রাজকুমার বাপ্পাকে দিয়ে চিতার আগুনে ঝাঁপ দেন।

৪. বাপ্পাদিত্যকে কে মানুষ করেছিলেন ? তিনি বীরনগর ছেড়ে কোথায় আশ্রয় নেন ?

বৃদ্ধ রাজপুরোহিত ভীলের মেয়ে ও ছোট ছোট দুটি ছেলে এবং বাপ্পাদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে ভান্ডীরের কেল্লায় যদুবংশের ভীলের রাজত্বে কাটান। এরপর নগেন্দ্রনগরে বসবাস করতে থাকেন।

৫. বাপ্পাদিত্য যে ভীলসন্তানদের সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন তাদের নাম কি ?

বলিয় ও দেব

৬. বাপ্পাদিত্যের সঙ্গে যে ঋষির সাক্ষাৎ হয়েছিল তার নাম কি? তিনি বাপ্পাকে কি বর দিয়েছিলেন?

যখন বেতের বনের আড়ালে যে ঋষির সঙ্গে বাপ্পার সাক্ষাৎ হয়েছিল তার নাম মহর্ষি হারীত।
বাপ্পার গরু ধবলীর দুধ পান করে তৃপ্ত হয়ে তিনি বাপ্পাকে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া, অক্ষয় ধনুঃশর, ভগবান একলিঙ্গের শ্বেতপাথরের মূর্তি দিয়ে পৃথিবীর জয়ে রাজা হওয়ার বর দেন।

৭. একলিঙ্গকা দেওয়ান কে?

বাপ্পাদিত্য। মহর্ষি হারীত বাপ্পাকে ভগবান একলিঙ্গের মূর্তি দিয়েছিলেন বলে তার নাম রাখেন একলিঙ্গ কা দেওয়ান।

৮. নগেন্দ্রনগরে বাপ্পার পালক পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাপ্পা কোথায় ~~পৌঁছে~~ গিয়েছিলেন তার সঙ্গে কে কে ছিল?

নগেন্দ্রনগর থেকে বিদায় নিয়ে বাপ্পা মেবারের মৌর্যবংশের রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। তার সঙ্গে ভীল বলিয় ও দেব ছিলেন।

৯. রাজা মান কিভাবে মারা যান?

বিদ্রোহী সর্দারদের দুষ্ট পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও তার রাজসিংহাসন কেড়ে নেন, বাপ্পাদিত্যের হাতে তাঁর প্রাণ যায়।

Scanned with CamScanner

১০. মেবার রাজ মানের প্রকৃত পরিচয় কি?

মেবার রাজ মান প্রকৃতপক্ষে বাপ্পাদিত্যের মাতা নাগাদিত্যের মহিষীর ভাই অর্থাৎ সম্পর্কে মামা।

১১. সূর্যবংশের রাজ্যাভিষেকের নিয়ম কি?

সূর্যবংশে ভীলের হাতে রাজটীকা নেওয়ার নিয়ম। বাপ্পাদিত্য নিয়ম জারি করেন।

১২. "পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল।"

কে কাকে কেন এমন কথা বলেছেন? এখানে কোন ব্রতের কথা বলা হয়েছে?

আলোচ্য অংশটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনী' গ্রন্থের 'বাপ্পাদিত্য' শীর্ষক গল্প থেকে সংকলিত। বাপ্পাদিত্য, তার মহিষী দেববন্দরের কন্যাকে এ কথা বলেছে। বাপ্পাদিত্যের গলায় সুতোয় বাঁধা তামার কবচ থেকে তার জন্মবৃত্তান্ত ও পরিচয় জানতে পারে সে। সে যখন জানতে পারে মেবার রাজকে হত্যা করেছে যে কিনা তার নিজস্ব মামা তখন অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে সে একথা বলে।

১৩. সবকিছু জয় করেও বাপ্পাদিত্যের মনে শান্তি ছিলনা কেন?

বাপ্পাদিত্যের সকল সাধ পূর্ণ হয়েছিল দেশ-বিদেশে বহু জায়গা জয় করা হয়েছিল, পিতৃহত্যার প্রতিশোধও সে নিয়েছিল কিন্তু তার সেই পূর্বপ্রেমস্মৃতি মনে পড়লে বিষন্ন বোধ হত। ঝুলন-পূর্নিমার রাতে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি রাজকুমারীর হাসিমুখ মনে পড়ত, তাকে কাছে পাওয়ার সাধ হত. তাই সেই সাধ অপূর্ন থাকায় তার মনে শান্তি ছিলনা।

১৪. বাপ্পাদিত্য বল্লভীপুরে এসে কাকে বিয়ে করেছিলেন?

মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা, যে বর্তমানে ভিখারিনী তাকে বিয়ে করে খোরাসান দেশে চলে যান।

১৫. "দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি"। কাদের ~~মিলনের কথা~~ মিলন না হওয়ার কথা বলা হয়েছে? মিলন না হওয়ার কারন কি?

বাপ্পাদিত্য ও শোলাঙ্কী রাজকুমারীর মিলন না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাল্যকালে ঝুলন পূর্নিমায় খেলাচ্ছলে দুজনের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে বাপ্পাদিত্য অনেক দূরে চলে যানা, তার অন্যখানে বিবাহ হয়, কিন্তু পূর্বপ্রেম তার মনের মধ্যে চাপা পড়ে যায়। একশ বছর বয়সেও সেই মধুরমিলন হয়না।

Scanned with CamScanner

পদ্মিনী

১. মহারাজা খোমান কে?

মহারাজ খোমান এক বীর রাজপুত। যিনি চব্বিশবার মুসলমানের হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করেছিলেন। আল মামুনকে তিনি চিতোরের রাজপ্রাসাদে অনেকদিন বন্দী রেখেছিলেন।

২ পদ্মিনী কোথাকার রাজকুমারী? পদ্মিনীকে কে বিবাহ করেছিলেন?

পদ্মিনী সিংহল দ্বীপের রাজকুমারী। রানা লক্ষনসিংহের কাকা ভীমসিংহ বিয়ে করে চিতোরে নিয়ে আসেন।

৩. চিতোরের রাজা যখন ভীমসিংহ তখন দিল্লীতে সুলতান কে? তিনি কোন বংশের সম্রাট?

আলাউদ্দীন খলজি তখন দিল্লীর সুলতান। খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান তিনি।

৪. "রানা এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মাগো, শাদা-শাদা ঢেউ উঠছে দেখ।" — কোন সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে?

রানী পদ্মিনী সিংহল সমুদ্রপারের রাজকুমারী। মরুদেশে ভীমসিংহ তাকে বিয়ে করে আনেন, পদ্মিনীর রূপে মোহিত হয়ে আলাউদ্দিন চিতোর দুর্গকে আক্রমন করেন। এ আসলে পাঠান বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেনি। যাকে সমুদ্র বলে বর্ননা করা হয়েছে।

৫. "আমরা দুঃখী রাজপুত, আমরাও প্রান দিতে পারি তবু মান খোয়াতে পারি না" - কে কাকে কি উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছেন ?

লক্ষনসেনের দূত কাহেনশা আলাউদ্দীন খলজিকে এ কথা বলেছেন। আলাউদ্দীনের অভিপ্রায় ছিল রানী পদ্মিনীকে তুলে নিয়ে নিজের বেগম করবেন, এই অভিপ্রায় জানার পর রাজপুত দূত রাজপুতদের আত্ম সম্মানের কথা বলেন।

৬. আলাউদ্দিন কীভাবে ভীমসিংহকে বন্দী করেছিলেন ?

আলাউদ্দীন মনে করেছিলেন ভীমসিংহকে ধরতে পারলে পদ্মিনী তার ভালোবাসার মানুষ ভীমসিংহকে বাচাতে আলাউদ্দীনের কাছে ধরা দেবে। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে আলাউদ্দীনের কথামতো জনার খেত ও আমবাগানের দুইপাশে রাস্তার ধারে প্রায় ২০০ পাঠান সেনা লুকিয়ে ছিল, ভীমসিংহ যখন ভদ্রতার খাতিরে আলাউদ্দীনকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তাকে বন্দী করা হয়।

৭. গোরা ও বাদল কে ?

গোরা ও বাদল দুজনেই পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক। অর্থাৎ এদের নিবাস সিংহলদ্বীপ। গোরার বয়স পঞ্চাশের উপর, আর বাদল তার ~~বড়ভাই~~ বড়ভায়ের ছেলে ১২ বছরের। তারা পদ্মিনী ও আলাউদ্দীনের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছিল।

Scanned with CamScanner

৭. "হে মধুকর, তুমি পদ্মের সন্ধানে মরুভূমির মাঝে ফিরতে লাগলে, আর বনের ভাল্লুক এসে তোমার সাধের মৌচাক লুটে গেল" – কে কাকে একথা বলেছেন?

দিল্লী থেকে পিয়ারী বেগম একটি পত্রে আলাউদ্দীনকে একথা বলেছেন।

৮. "হায় পদ্মিনী, কার পাপে চিতোরের এই দুর্দশা হল" –

কে বলেছেন? চিতোরের কোন দুর্দশার কথা বলা হয়েছে?

রানা ভীমসিংহ এ কথা বলেছেন। রানী পদ্মিনীর রূপে মাতোয়ারা হয়ে ~~আ~~ দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন চিতোর থেকে পদ্মিনীকে নিয়ে বেগম করতে চান। সুলতানের সে অভিপ্রায়ে বাঁধা দিলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। চিতোর আজ ঘোরসংকটে। এই সংকটের কথাই বলা হয়েছে।

৯. মহারানা লক্ষনসিংহ কাকে যুবরাজ ঘোষণা করেছিলেন?

মহারানা তাঁর বারোটি রাজপুত্রের মধ্যে বড় রাজকুমার অরিসিংহকে যুবরাজ ঘোষণা করেছিলেন।

১০. "চিতোরের জন্য প্রান দেবার যে সুখ, চিতোর পুনরুদ্ধারের সুখ তার শতগুন!"

কে চিতোর পুনরুদ্ধার করবে?

Scanned with CamScanner

লক্ষ্মণসিংহ তাঁর বারোটি পুত্রের মধ্যে বড়পুত্র অরিসিংহকে যুবরাজ ঘোষণা করেন এবং আরেকপুত্র অজয়সিংহকে স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে কৈলরের নির্জন দুর্গে চলে যাওয়ার আদেশ দেন। অজয়সিংহ এ আদেশ পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লে রানা লক্ষ্মণসিংহ তাকে বোঝান তিনি তাকে ভবিষ্যতে চিতোর পুনরুদ্ধারের জন্য সুরক্ষিত রাখতে চাইছেন। Self defence is the best defence.

১০. জহরব্রত — টীকা লেখো।

মুসলিম রাজত্বকালে হেরে যাওয়া রাজ্যের মহিলাদের স্থান হবে বিজয়ীদের মহলে। মুসলিম শাসকেরা বহু হিন্দু রমনীকে বেগম করে দেহভোগ করতেন। মুসলিমদের হারেমে যেতে চাইতেন না হিন্দুরমনীরা, তারা প্রাণ দিয়ে নিজের আত্মসম্মান ইজ্জত রক্ষা করতেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়াই ছিল জহরব্রত। পদ্মিনী গল্পে অমাবস্যা রাত্রিতে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারো-হাজার রাজপুত সুন্দরী জহরব্রতে প্রাণ দেন। আলাউদ্দীন খলজী রানী পদ্মিনীর রূপে বিমোহিত হয়ে তাকে ভোগ করতে চাইলে তিনি নিজের প্রাণ আহুতি দিয়ে সমগ্র চিতোর রাজ্যকে তিনি রক্ষা করেন।

হাম্বির

১. অরিসিংহের সঙ্গে কার বিবাহ হয়েছিল ?

উজলাগ্রামে চন্দাসো বংশের চৌহান রাজপুতের মেয়ে লছমীর সঙ্গে।

২. টীকা লেখো – কৈলোরের কেল্লা

গোরোনাল গ্রামে আরাবল্লী পর্বতের মাঝে ছোট পাহাড়ের উপর কৈলোরের পুরাতন কেল্লা। একসময় পাহাড়ী ভীলদের শাসনে রাখার জন্য ওই কেল্লা নির্মিত হয়েছিল। যুবরাজ অরিসিংহ লছমীদেবী ও তাঁর রাজপুত্র হাম্বিরকে উজলা গ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যান। পরে লছমী হাম্বিরকে নিয়ে কৈলোরের কেল্লায় চলে যান।

৩. হাম্বির গল্পে যে চিঠির প্রসঙ্গ আছে, সেই চিঠিটি কে কাকে লিখেছিলেন ?

লক্ষনসিংহের বড়োপুত্র অরিসিংহ তার ভ্রাতা অজয়সিংহকে সেই চিঠি লিখেছিলেন। হাম্বিরকে অরিসিংহের একখানি ছোরা দেওয়ার কথা লেখা ছিল।

৪. অজয়সিংহ কৈলোরের কেল্লার দায়িত্ব কাকে দেন এবং কিভাবে ?

অরিসিংহের পুত্র হাম্বির, অপরদিকে অজয়সিংহের পুত্র সুজানসিংহ, কৈলোরের কেল্লার কে উত্তরাধিকারী হবে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে, অজয়সিংহ বলেন, ভীল-সর্দার মুঞ্জ ডাকাত কৈলোরের রাজমুকুট লুঠ করে নিয়ে গেছে, ফলে হাম্বির ও সুজনসিংহের মধ্যে যে রাজমুকুট ফিরিয়ে দিতে পারবে সিংহাসন তার,

৫. "আজ এই শত্রুর রক্তে তোমার এই ব্রত উদ্‌যাপন হল।"

কে কী প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন ?

মহারানা অজয়সিংহ হাম্বিরকে এ কথা বলেছেন। অরিসিংহের পুত্র হাম্বির সুকৌশলে ছলেবলে ভীলসর্দার মুঞ্জ ডাকাতের হাত থেকে কৈলোরের রাজমুকুট শুধু উদ্ধার করেনি, মুঞ্জ ডাকাতকে মেরে তার মুন্ডুটা পর্যন্ত মহারানার পায়ে এনেছে, সেই ভীলসর্দারের রক্ত হাম্বিরের কপালে লাগিয়ে অজয়সিংহ এ কথা বলেছেন।

৬. অজয়সিংহ তার নিজপুত্রকে কোথায় পাঠান ও কি কি দেন ?

পাঁচ হাতিয়ার আর এক ঘোড়া দিয়ে মেবার ছেড়ে দক্ষিনদেশে যেতে বলেন।

Scanned with CamScanner

হাম্বিরের রাজ্যলাভ

দলিম:

১: "ঐ দেখ মা, আমার জাহাজ দেখা দিয়েছে!"

তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো –

হাম্বির লছমী মায়ের সঙ্গে কৈলোরের কেল্লার ছাদে উঠে চিতোর দুর্গ দর্শন করতেন। সেই সময় সূর্যের আলোয় সকালবেলায় সোনার আকাশপটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়াল দেবমন্দিরের সোনার চূড়া নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠত। চিতোরের দুর্গকে জাহাজ বলা হয়েছে।

২. "ভিতরে-ভিতরে তোর এত বুদ্ধি" – কার বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে? কিসের বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে?

লছমীদেবী তার পুত্র হাম্বিরের বুদ্ধির কথা বলতে চাইছেন। হাম্বির এই কৈলোরবাসী সমগ্র ভীলদের একসূত্রে বেঁধেছে, তার একত্রিত হয়ে নগরের গোড়াপত্তন করেছে। বীরপুত্র হাম্বিরের এ উদ্যোগ দেখে মা লছমীরানী সত্যিই মুগ্ধ।

৩. হাম্বিরের স্ত্রী ও পুত্রের নাম কি?

হাম্বিরের স্ত্রী মালদেবের কন্যা কমলকুমারী। পুত্র হলেন ~~ক্ষেত~~ ক্ষেতসিংহ।

Scanned with CamScanner

৪. ভবানীর খাঁড়া কোথায় ছিল ?

চিতোরে, যেখানে পদ্মিনী রানী চিতার আগুনে পুড়ে মরেছিলেন, সেখানে সুড়ঙ্গের শেষে কারুনী দেবীর মন্দিরে অজগর সাপ যেখানে পাহারা দিচ্ছে তার ঠিক মাথায় ঝুলছে ভবানীর খাঁড়া।

৫. হাম্বির দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খলজিকে কি নিয়ে মুক্ত করেন ?

পঞ্চাশলাখ মোহর হাম্বিরকে নজরানা দিয়ে, কি আর জীবনে চিতোরমুখী হবেন না এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব মুক্ত হন।

৬. বনবীর কে ?

মালদেবের পুত্র। খিলজীর আশা ছিল মালদেবের পর বনবীরই চিতোরের সিংহাসনে বসবে।

৭. হাম্বির কৈলোরের কেল্লার কিনাম রেখেছিলেন ?

কমলমীর। তাঁর স্ত্রী কমলকুমারীর নামানুসারে।

Scanned with CamScanner

চন্ড

১. লখাবানা কে ? তিনি কাকে মেবারের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেন ?

হাম্বিরের নাতি লখাবানা। তিনি মেবারের সম্রাট। লখাবানা তাঁর পুত্র মুকুলকে উত্তরাধিকারী করেন।

২. "সবাই বলে আমি আমার ভাইকে বশ করে নিয়ে নিজে রাজাগিরি করছি" - কে কাকে বলা করেছে ?

'চন্ড' গল্পে চন্ড, লখাবানার ছোট পুত্র মুকুলকে বড় করে তোলার যে দায়িত্ব নিয়েছিল, তা অনেকের পছন্দ হতনা। তাই চন্ডের মনে হত যে যেন মুকুলকে বশ করে নিজে রাজাগিরি করছে।

৩. চন্ডের ভাই কে ? তিনি কোথায় বাস করতেন ?

চন্ডের ভাই রঘুবীর। সকলে তাকে রঘুদেব বলে ডাকত। তিনি নগরের বাইরে বাগানঘেরা ছোট পাথরের বাড়িতে থাকতেন।

৪. রনমল্ল কোথাকার রাজা ? রাজপ্রাসাদে কে আগুন লাগিয়েছিল ?

মারোয়াড়ের রাজা। দাই আগুন লাগিয়েছিল।

৫. হারোয়া জংকল কে ?

লুনী নদীর ওপারের সমস্ত রাজত্ব তার, দীন দুঃখী মানুষের উপকার করা তাঁর কাজ।

৬. চণ্ডের পুত্রের নাম কি? তারা কোথাকার শাসনকর্তা?

চণ্ডের দুই ছেলে মুঞ্জজী ও কন্ঠজী। তারা মাড়োয়ারের শাসনকর্তা।

৭. "এই আঁওলার ফুলই যেন শান্তির ফুল হয়," যত দূর এই ফুল ফুটবে ততদূর যেন মেবারের রাজ্য এইটেই সবাই বলে" — কে কী উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছেন?

চণ্ড এ কথা বলেছেন। রানা যোধরাও এর হাতে চণ্ডের পুত্র কন্ঠজীর প্রান গেছে। কন্ঠজীর দেহ যেখানে পড়ে ছিল সেখানে সকালের আলোতে সমস্ত মাঠ জুড়ে সোনার ফুলের মতো আঁওলার কাচি ফুল ফুটেছে। অর্থাৎ চণ্ড তার বীরপুত্রের আত্মবলিদানের কথা বলতে চেয়েছেন।

Scanned with CamScanner

রানা কুম্ভ

১. রানা মুকুলের দুই খুড়োর নাম কি? ~~তাক~~ তাদের পরিচয় কি?

চাচা ও মৈর। দুজনে রাজার ছেলে হলেও তাঁদের মা কাঠুরের মেয়ে। রানা মুকুল দুই খুড়োকে সাতশো সেপাই এর সর্দার বানিয়ে যুদ্ধে পাঠান।

২. চাচা ও মৈর কোথায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন?

পায়গ্রাম থেকে একটু দূরে রাতকোটের কেল্লা। চাচা ও মৈর সেখানে যান।

৩. মুকুলের পিতা ও পুত্রের নাম কি?

মুকুলের পিতা লখারানা। পুত্র রানা কুম্ভ।

৪. "রাতকোটের কেল্লা ক্রমে নানা আজগুবি ভয়ঙ্কর কাণ্ডের, ভয়ের আর তরাসের জায়গা বলে রটে গেল"

রাতকোটের কেল্লা কোথায় অবস্থিত? এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ডের, ভয়ের জায়গা হয়ে ওঠার কারন কি?

পায়গ্রাম থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপর রাতকোটের কেল্লা। চাচা ও মৈর সে রাতকোটের কেল্লায় ধন-দৌলত পুঁতে রেখে আজব কাণ্ড কারখানা চালায়। আগুনের উপর লোহার কড়া চাপিয়ে মুঠো-মুঠো লোহাচুর ফেলছে, সেগুলি সোনা হয়ে উথলে উঠছে। বড়াখানা

৮ মানুষের টাটকা রক্তে ভরা।

৫. "চল, আর দেরি নয়, এখনি সেই দুটো পাপাত্মার উচিত শাস্তি দেব।"

কে একথা বলেছেন? কাকে কেন শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?

রানা কুম্ভ এ কথা বলেছেন। পায়ীগ্রামের দফাদার অভিযোগ করেছে যে তাদের সুন্দরী মেয়ে সুন্দরিয়াকে চাচা ও মৈর রাজপুত কোটের কেল্লায় ধরে নিয়ে গেছে। এ অভিযোগ শোনার পর শাস্তি দেওয়ার কথা বলেন।

৬. রানা কুম্ভের স্ত্রীর নাম কি?

রানী মীরা। অসাধারন গান গায়। রাতিয়া-রানার মেয়ে মীরা।

৭. কুম্ভশ্যাম কী?

মহারানা কুম্ভ চিতোর যুদ্ধ জয় করে যখন চিতোরে ফিরে এলেন তখন চিতোরের মাঝখানে প্রকান্ড জয়স্তম্ভ গড়ে তোলেন। মহারানার সেই কীর্তিস্তম্ভের নাম 'কুম্ভশ্যাম'।

৮. মহারানা কুম্ভ দ্বিতীয়বার কাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

ঝালোয়ারের রাঠোর সর্দারের কন্যা ঝলকুমারীকে, কিন্তু তার ভালোবাসার মানুষ মন্দুর-রাজকুমার।

Scanned with CamScanner

সংগ্রামসিংহ

১. রানা কুম্ভের কজন সন্তান ? তাদের নাম কি ?

তিন সন্তান। বড় ছেলে রায়মল, মেজোছেলে 'যাতীরা ও ও ছোটছেলে সুরজমল।

২. রানা কুম্ভকে কে কিভাবে হত্যা করেন ?

রানা কুম্ভের মেজো ছেলে যাতীরাও বিষ খাইয়ে রানা কুম্ভকে হত্যা করেন।

৩. দিল্লীতে তখন কে পাঠান সুলতান ছিলেন ?

বহলোল লোদী।

৪. র রানা কুম্ভের মৃত্যুর পর কে চিতোরের সিংহাসনে বসেছিলেন ?

রায়মল তার তিন ছেলে সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ / জয়মল ও তার ভাই সুরজমলকে নিয়ে চিতোর রাজত্ব করেন।

৫. 'ব্যাঘ্রমেরু' কী ?

উদয়পুর থেকে পাঁচক্রোশ দূরত্বে নাহারামুংরা। সেই নাহারামুংরায় অবস্থিত এক পাহাড়কে বলে ব্যাঘ্রমেরু। সেখানে চারনীমন্দিরে এক সিদ্ধিকরী যোগিনীর বাস।

Scanned with CamScanner

৬. নবরত্ন কারা ? তারা কার রাজসভায় বিরাজমান ছিলেন ?

ধন্বন্তরি, ক্ষপনক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি।

তাঁরা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।

৭. মীনা রায় কে ?

রাজস্থানের মীনা নামক এক দুর্ধর্ষ জংলী জাতি ছিল, যাদের কাজ লুটপাট করা। এদেরই রাজার নাম মীনারায়। যিনি গাদাওয়ার শাসন করছেন।

৮. তারাবাই কে ?

বেদনোরের টোডার রাজা রায় সুরতান সিং এর সুন্দরী, রূপসী কন্যা তারাবাই। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাই এর বিবাহ হয়।

৯. রানা পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে কারা কেন বিদ্রোহ করেছিলেন ?

সারংদেব ও সুরজমল রানা পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, কারন পৃথ্বীরাজ একাচ্ছত্র রাজ্যাধিকারী হয়ে তারাবাইকে বিবাহ করে সুখে শান্তিতে দিনযাপন করছিলেন।

Scanned with CamScanner

১০. সুরজমল যে কেল্লাটি নির্মাণ করেছিলেন তার নাম কি? সেটি কোথায় অবস্থিত?

সুরজমল দেওলা গ্রাম নামে সমস্ত আদিপরগনা আর কনখল পাহাড়ের উপর দেবতার নামে উৎসর্গ করে একটি কেল্লা নির্মাণ করেন। কেল্লাটির নাম দেন 'দেউলগড়'।

১১. পৃথ্বীরাজের বোন কিসের অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন?

বিয়ের পর তার স্বামী তাকে অপমান করেছে, লাথি মেরেছে, ঘরের বাইরে বের করেছে, সে নেশাখোর, দুষ্ট একেবারে নির্দয় এমন অভিযোগ এনেছে পৃথ্বীরাজের বোন।

১২. "দাদা থামো, প্রাণে মেরো না।" - কার উক্তি? কি প্রসঙ্গে সে একথা বলেছে?

আলোচ্য উক্তিটি পৃথ্বীরাজের বোনের। পৃথ্বীরাজের বোন তাঁর স্বামীর অত্যাচারের কাহিনি শোনালে পৃথ্বীরাজ তার বিহিত করতে উপস্থিত হন সিরোহীর রাজার দরবারে। সেখানে রাজাকে আঘাত করেন এবং তলোয়ারের কোপে মেরে ফেলতে চান তখন সে তাঁর স্বামীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে এ কথা বলেন।

Scanned with CamScanner

১৩. পৃথ্বীরাজ কিভাবে মারা যান ?

রানী পৃথ্বীরাজকে খাতির যত্ন করে সোনার রেকাবিতে শিরোহীর খাসা নাড়ু গুটিকতক জল খেতে দিয়েছিলেন, সেই নাড়ুতে বিষ মেশানো ছিল, জুতো তোলার শোধ নিতে। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয় পৃথ্বীরাজের।